

দৈনিক
বাঁওনাখাণা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ সোমবার ॥ ১২ অক্টোবর ২০২৬ ॥ ৩০ রবিঃ সানিঃ ১৪৪৮ ॥ ২৭ আশ্বিন ১৪৩৩ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ১২৮ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

দৈনিক বীণাখাণা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

প্রতিনিধি আবশ্যক

দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য ঝালকাঠি জেলা: নলছিটি, রাজাপুর, পটুয়াখালী জেলা: পটুয়াখালী, জেলা: তত্ত্বমদিন, লালমোহন, মনপুরা, পিরোজপুর জেলা: নাজিরপুর, নেছারাবাদ ও বরিশাল জেলা: উজিরপুর ও বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি আবশ্যক। প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। আগ্রহীরা পত্রিকার মেইলে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করুন।

—মফস্বল সম্পাদক
০১৩০৪১৬৮৪১৯

মহামাদকীয় সংকটে আবাসন খাত

দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা আবাসন খাত নানা সংকটে জর্জরিত। নির্মাণসামগ্রীর আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, উচ্চ সুদের হার ও নতুন করের চাপের কারণে সম্ভাবনাময় এই খাতে স্থবিরতা বিরাজ করছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফ্লাট বিক্রি তলানিতে নেমে যাওয়ায় নতুন প্রকল্প হাতে নিচ্ছে না অনেক ডেভেলপার। কোথাও নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে আছে, এমনকি জমির মালিক ও আবাসন প্রতিষ্ঠানের চুক্তিও বাতিল হচ্ছে। ফলে আবাসন খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্প খাতও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়ছে লাখো লোকের কর্মসংস্থান। নির্দন্দন অধিদপ্তরের তথ্যের বরাত দিয়ে খবরে বলা হয়, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ছয় মাসে দেশে ৪১ হাজার ৮০৪টি ফ্ল্যাট হস্তান্তরের দপিল নিবন্ধিত হয়েছে। এসব ফ্ল্যাটের ঘোষিত মূল্য প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ঢাকায় নিবন্ধিত হয়েছে ২৯ হাজার ৯১৩টি ফ্ল্যাট। ২০২৫ সালের একই সময়ের তুলনায় কমেছে ১৮ বছরের প্রথম ছয় মাসে ফ্ল্যাট নিবন্ধন কমেছে ১৯.৬১ শতাংশ। ২০২৪ সালের একই সময়ের তুলনায় কমেছে ২৫.৫৫ শতাংশ এবং ২০২৩ সালের জানুয়ারি-জুনের তুলনায় কমেছে ৪২.৭৩ শতাংশ। ২০২৩ সালে দেশে এক লাখ ৪৬ হাজার ফ্ল্যাট নিবন্ধিত হয়েছিল, যার ঘোষিত মূল্য ছিল এক লাখ কোটি টাকা। ২০২৪ সালে নিবন্ধিত ফ্ল্যাটের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় এক লাখ ১২ হাজারে। এসব ফ্ল্যাটের ঘোষিত মূল্য ছিল ৭৯ হাজার কোটি টাকা। ২০২৫ সালে নিবন্ধিত ফ্ল্যাটের সংখ্যা আরো কমে এক লাখ চার হাজারের নেমে আসে। তখন এসব ফ্ল্যাটের ঘোষিত মূল্য ছিল ৬১ হাজার কোটি টাকা। জানা গেছে, আবাসন খাতের সংকটের অন্যতম কারণ নির্মাণসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি। করোনাভাইরাস মহামারির পরপরই গ্রানিট-ইউক্রেনে যুদ্ধের প্রভাবে নির্মাণসামগ্রীর দাম ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ বেড়ে যায়। সেই যুদ্ধ শেষ না হতেই গোটা মধ্যপ্রাচ্য অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে, যা এখানে চলমান। বিশ্বায়নের এই যুগে আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতার প্রভাব সরাসরি দেশীয় বাজারে পড়ে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে জ্বালানিসংকটের কারণে দেশের দিল্ল খাত রীতিমতো ধুকছে। বেসরকারি বিলিয়ায়োগে চলছে খরা। এসবের পাশাপাশি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট ফ্ল্যাট নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ মূল্যবর্ধী মুনাফা কর, রড ও সিমেন্টের ওপর ১০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক এবং অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করার সুযোগ কঠোর হওয়ায় আবাসন খাতে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই নাজুক হয়ে পড়ছে-নতুন প্রকল্পের পথ সংকুচিত হওয়ার পাশাপাশি পুরনো চুক্তিও বাতিল হচ্ছে। রিহাব সূত্র বলছে, ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে শুধু ঢাকায়ই জমির মালিক ও ডেভেলপারদের মধ্যে প্রায় ৪৫০টি চুক্তি বাতিল হয়েছে। ২০২৫ সালে বাতিল হয়েছিল প্রায় এক হাজার চুক্তি। এ ছাড়া ফ্ল্যাট কিনে এখানে বুকে না পাওয়া ফ্লেক্সদের প্রায় দুই হাজারটি অভিযোগের নিষ্পত্তি নিয়ে কাজ করছে রিহাব।

বরিশাল মহনগর পুলিশের অভিযানে

ইরাব ট্যাবলেটসহ মাদক-সংক্রান্ত ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ছাড়া গ্রেফতার পরোয়ানাজুড় চারজন, নির্যাতন মামলায় আটজন, অন্যান্য আইনে পাঁচজন এবং বরিশাল মহানগর অ্যাডাল্ট সেশনকোর্টে মোফতার করা হয়। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে মোট ২৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নগরীতে মাদকসুত্রবোঝ বিস্তার রোধ ও মাদক-সংক্রান্ত অপরাধ দমনে তথ্য দিয়ে পুলিশকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি। এ ক্ষেত্রে তথ্যাদতার পরিচয় পাশে রাখা হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সিটি কর্পোরেশনের অভিযানে দখলমুক্ত

২০টি ফলের দোকান মহাসড়কে বসানো হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রায়হান উজ্জ্বলমান সাবান্দিকদের বলেন, নগরের ফুটপাথে দখলমুক্ত ও চলাচলের উপযোগী রাখতে বিভিন্ন এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে। চৌমাথা আইনে পাঁচজন এবং বরিশাল মহানগর অ্যাডাল্ট সেশনকোর্টে মোফতার করা হয়। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে মোট ২৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নগরীতে মাদকসুত্রবোঝ বিস্তার রোধ ও মাদক-সংক্রান্ত অপরাধ দমনে তথ্য দিয়ে পুলিশকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি। এ ক্ষেত্রে তথ্যাদতার পরিচয় পাশে রাখা হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিভাবকেরা সচেতন হোন

ওরই সঙ্গে যারা মিশতো তারা। ১৫ বছরের তাজমিন বাবা মায়ের অবাধ্য হয়ে নিহুঁদরপরে প্রাণ দিয়েছে এক নরপিশাচের হাতে। আপনার সন্তান কোথায় যায়? কার সঙ্গে মেশে? মোবাইল কীবোর্ডে ব্যবহার করে? কোনকোন সাইটে প্রবেশ করে? সবকিছুর উপর আপনার নজরদারি রাখুন। ওকে বেশি বেশি সঙ্গ দিন। বাইরের জগতের ভালো মন্দ দিক সম্পর্কে সচেতন করুন। ছোটবেলা থেকেই ঠিক ভুলের পার্থক্য শেখান। প্রয়োজনে শাস্তি নকরুন। কেবল আমাদের সচেতনতাই বাচাতে পারে আমাদের সন্তানদেরকে।

বরিশাল মহানগরী ও জেলায় এক মাসে

তুলনামূলক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বরিশাল মহানগর ও জেলা মিলিয়ে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে ৪৭১টি অপরাধের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে বরিশাল মহানগর এলাকায় ৪৪২টি এবং জেলা পুলিশের আওতাধীন এলাকায় ৩২৯টি। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে মহানগর ও জেলায় মোট অপরাধের সংখ্যা ছিল ৩১১টি। সে হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে নিখুঁতভুত অপরাধ বেড়েছে ১৬০টি। চলতি বছরের আগস্টের মোট অপরাধের সংখ্যা ছিল ৪৬৬টি। অর্থাৎ এক মাসের ব্যবধানে বেড়েছে পাঁচটি। সেপ্টেম্বর মাসের অপরাধ পরিসংখ্যনে সরাসরে উল্লেখযোগ্য বিষয় মাদকসংক্রান্ত অপরাধ। বরিশাল এলাকায় মাদকসংক্রান্ত ৫১টি এবং জেলা পুলিশের আওতাধীন এলাকায় ১৬৬টি ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। দুই এলাকার হিসাব মিলিয়ে এ সংখ্যা ২১৪। এ ছাড়া মহানগর এলাকায় ছোট চুরি, তিনাটি সিঙ্গেল চুরি, ১৬তালী নির্বাতন, দুটি খুন ও পাঁচটি ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। জেলা পুলিশের পরিসংখ্যানে রয়েছে ১২টি চুরি, নয়টি সিঙ্গেল চুরি, ২৭তালী নির্বাতন, দুটি খুন ও সাতটি ধর্ষণের ঘটনা। জেলা প্রশাসনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর মাসে বিভিন্ন আইনে ৯৯টি অামাগম আদালত চলছিল, সাক্ষী করা হয়েছে। এসব আদালতে ১৭৮টি মামলা করা হয়। জরিমানা করা হয়েছে ৮ লাখ ৭৪ হাজার ১৭০ টাকা এবং কারাগার দেওয়া হয়েছে ৯৫ জনকে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। মাদকসুত্রব় নিয়ন্ত্রণ, সড়ক পরিবহন, নিরাপদ খাদ্য, বাদুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড, স্থানীয় সরকার, দণ্ডবিধি, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনসহ বিভিন্ন আইনে এসব অভিযান পর্যাটালিত হয়েছে। পরিসংখ্যানে মাদকসুত্রব় নিয়ন্ত্রণ আইনে ৫৭টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা এবং ৯৩টি মামলার তত্ত্বা রয়েছে। এ খাতে ৭০ হাজার ৭৮০ টাকা জরিমানা ও ৯৫ জনকে কারাগার দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া সড়ক পরিবহন আইনে আট হাজার টাকা, নিরাপদ খাদ্য আইনে দুই লাখ টাকা, বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে এক লাখ টাকা এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে এক লাখ ৯০ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানার তথ্য রয়েছে। ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইনে ছোট ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ২৩টি মামলায় এক লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভায় মাদক, সন্ত্রাস, কিশোর গ্যাং এবং অন্যান্য অপরাধ দমনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যক্রম আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অপরাধপ্রপ্রণ এলাকাগুলোতে নজরদারি বাড়ানো, নিয়মিত অভিযান পরিচালনা এবং অপরাধীদের জেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উপমা ফারিসার সঞ্চালনায় সমন্বয় পুলিশ সুপার এ জেড এম মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার বেণাল হোসাইন, বীর মুক্তিযোদ্ধা নূরুল আমান ফরিদ,

বরিশাল প্রেসক্লাবের সভাপতি অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম খসরুসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ক্ষেপণাস্ত্র-ড্রোনে কাঁপছে সৌদি

এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকা এই সশস্ত্র গোষ্ঠী এখন এমন এক শক্তিতে পরিণত হয়েছে, যারা প্রতিবেশী সৌদি আরবের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলা চালানোর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক নৌবাহিনীজাও ব্যাহত করতে পারে। ১৯৯৩-এর দশকের শেষ দিকে উত্তর ইয়েমেনে ছুঁপি পরিবারের নেতৃত্বে জায়েদি শিয়া মুসলিমদের একটি ধর্মীয় পুনর্জাগরণ আন্দোলন হিসেবে গোষ্ঠীটির যাত্রা শুরু হয়। পরে ইয়েমেন সরকারের বিরুদ্ধে ছয় দফা যুদ্ধে অংশ নিয়ে তারা শক্তিশালী স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলে। ২০১১ সালের আরব বসন্তের সময় ইয়েমেনের কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হয়ে পড়লে সেই সুযোগ কাজে লাগায় হুথিরা। তারা নিজদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা বাড়াানের পাশাপাশি ইরান ও ইরানের মিত্র লেবাননের হিজবুল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। ২০১৪ সালে রাজধানী সানা দখল করে হুথিরা। এতে সরকার ক্ষমতা হারায় এবং উপসাগরীয় দেশগুলোর সমর্থনে চলা রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া থমকে যায়। এরপর ইয়েমেনে সরকারকে সমর্থন দিতে সৌদি আরবের নেতৃত্বে সামরিক অভিযান শুরু হয়। দীর্ঘ গৃহযুদ্ধে দেশটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে যুদ্ধ কাহিনে অচলাবস্থায় পৌছালে ২০২২ সালে যুদ্ধবিরতি হয়। তবে সেই যুদ্ধবিরতি স্থায়ী হয়নি। সাম্প্রতিক সময়ে সংঘর্ষ আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। ইরানের সমর্থনে হুথিদের সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক স্খাতে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে সৌদি আরবসহ আপাদেশের দেশগুলোর জন্য নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে। ২০২৩ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত গাযায় ইসরায়েলের যুদ্ধের সময় ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহ্যেতি জানিয়ে হুথিরা ইসরায়েল এবং লোহিত সাগরে চলাচলকারী আন্তর্জাতিক জাহাজ লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালান। এসব হামলার কারণে গুরুত্বপূর্ণ এই নৌপথে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং জ্বালানি পরিবহনের ওপরও এর প্রভাব পড়ে। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের হামলার মুখে থাকা ইরানের প্রতি সমর্থন জানিয়ে হুথিরা আরও লোহিত সাগরে জাহাজ এবং নৌদি আরবের জ্বালানি স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। এতে ইয়েমেনের সংঘাত আর শুধু দেশটির অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ নেই। বরং এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে আঞ্চলিক নিরাপত্তা, জ্বালানি সরবরাহ ও আন্তর্জাতিক নৌবাহিনীজাে। সাম্প্রতিক সভ্যহুগলোতে যুদ্ধবিরতি ভেঙে যাওয়ার পর ইয়েমেনের বিভিন্ন এলাকায় আরও ভয়াই শুরু হয়েছে। উত্তরাঞ্চলের মারিাব ও জাওফ প্রদেশ, হুথিদের পালতা অঞ্চলের তাইজ শহর, মধ্যঞ্চলের ধালে এবং লোহিত সাগরের তিরহামা উপকূলে সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। ইরানেরের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকারের অমুগত বাহিনী হুথিদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সরকারকে সমর্থন দেওয়া সৌদি আরবও হুথিদের অস্থায়ন লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালিয়েছে। দীর্ঘদিনের গৃহযুদ্ধে ইয়েমেনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, অর্থনীতি ও জনজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নতুন করে সংঘর্ষ বাড়লে দেশটির মানবিক পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়া আশঙ্ক্য রয়েছে। হুথিদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ তাদের দুর্গপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ব্যবহারের ক্ষমতা। গোষ্ঠীটির ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ইরানের পর্যন্ত পৌছায়। ইয়েমেন থেকে ইসরায়েলের দূরত্ব এক হাজার মাইলেরও বেশি। ২০২৫ সালে হুথিদের একটি ক্ষেপণাস্ত্র ইসরায়েলের প্রধান বিমানবন্দরের সীমানায় আঘাত হানে। সৌদি আরবের বিভিন্ন শহরে ও অবকাঠামো লক্ষ্য করেও হুথিরা একাধিকবার ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। একইভাবে ড্রোন ব্যবহার করে শেখের বিজ্ঞ স্থাপনায় হামলার ঘটনাও ঘটেছে। লোহিত সাগরে জাহাজ লক্ষ্য করে হামলা চালানোর ফলে আন্তর্জাতিক নৌবাহিনীবলে বিয় সুচি হয়েছে। এসব ঘটনা দেখিয়েছে, ইয়েমেনের ভেতরের সক্রিয় একটি সশস্ত্র গোষ্ঠীও উন্নত অস্ত্রের ব্যবহার এবং ভৌগোলিক অবস্থান থেকে লাগিয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রভাব ফেলেছে। ২০২২ সালের যুদ্ধবিরতির আগের সময়ের তুলনায় যুদ্ধক্ষেত্রে ড্রোনের ব্যবহার বেড়েছে। ফলে হুথিদের সশস্ত্র নৌবাহিনী তৈরির ব্যয়হীন এসেছে। সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে হুথিরা অনলাইনে বেশ কিছু ভিডিও প্রকাশ করেছে। এসব ভিডিওতে তাদের ব্যবহৃত সামরিক সরঞ্জাম ও যুদ্ধকৌশলের নমুনা দেখা গেছে। ভিডিওগুলোতে ড্রোন থেকে যানবাহন ও প্রতিগণের যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ, রকেট বা ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ এবং একটি সামরিক শিবিরের ভহন ও ট্রাকে আঘাতের দৃশ্য রয়েছে। স্থলভাগে যোদ্ধাদের পিকআপ ট্রাক ও গারে ইয়ে চলাচল করতে দেখা গেছে। কিছু পিকআপে অস্ত্র বসানো ছিল। অনেক যোদ্ধা আরও এঁহিহাবাহী পোশাক পরে আস্টর রাইফেল বহন করেছিলেন। কয়েকটি ভিডিওতে ছদ্মবেশে সশস্ত্র গোশাক পরা যোদ্ধাদেরও দেখা যায়। এ ছাড়া হালকা ও ভারী মেশিনগান এবং দূর থেকে লক্ষ্যভেদে ব্যবহার করা যায় এমন টেলিস্কোপযুক্ত রাইফেলও প্রদর্শন করা হয়েছে। হুথিরা দাবি করেছে, তিরহামা অঞ্চলে সৌদি-সমর্থিত বাহিনীর কাঙ্ে লক্ষ্যভেদে মৃত্যু, যুদ্ধাশ্রম, ট্যাক, কামান, ছোট আগ্নেয়াস্ত্র, স্যাটেলাইট ডিশ ও ড্রোনের সংকেত বাধাগ্রস্ত করার যত্ন দখল করেছে। তবে প্রকাশিত ভিডিওগুলোতে দেখা করা সব সরঞ্জাম যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করার প্রমাণ দেখা যায়নি। হুথিদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির পেছনে ইরানের সহায়তাকে গুরুত্বপূঁ বলে মনে করেন অনেক বিশ্লেষক। জাতিসংঘের বিশ্লেষণেও ২০২৫ সালের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং নিজস্ব উপাদান দুই উপায়েই হুথিরা ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন প্রযুক্তির উন্নয়ন করেছে। জাতিসংঘের অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও অস্ত্র চোরালগনের বিভিন্ন পথ সক্রিয় থাকার তথ্যও প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। এর মধ্যে ওমান সীমান্ত দিয়ে স্থলপথে অস্ত্র পরিবহন এবং সমুদ্রপথে চোরালগনে রয়েছে। ইরানের দ্বিটি সুদ দখল করেছে, ফেহেলন হুথিদের অস্ত্র ও বিশেষজ্ঞ সরবরাহ করেছে। তবে জাতিসংঘের অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে হুথিদের অস্ত্র দেওয়ার অভিযোগ আন্তর্জাতিকদের অস্বীকার করেছে ইরান। ইচ্ছাচান্যাশালন নদিস্টিটিউট গ্রন স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের ২০২৫ সালের মূল্যায়নে বলা হয়েছে, হুথিরা নিজস্ব অস্ত্র উৎপাদনে অগ্রগতি অর্জন করলেও গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি ও উন্নত সামরিক সম্ভমতার জন্য এখনো ইরানের ওপর নির্ভরশীল।

বরিশালে বিভিন্ন নদীতে অভিযান

৪টি মামলায় চারজনকে প্রত্যেক ১০ হাজার টাকা করে মোট ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে ২০ হাজার মিতার অবৈধ কান্ডেট জার ও সত্যার জাল জপ করে বিনষ্ট করা হয়। অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন, উপজেলা পরিি়ম মঞ্চ্য কর্মকর্তা মো. জায়েদ হোসাইন এবং বরিশালের ব্যাটালিয়ন আসানর সদস্যরা। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফরিদা লুৎতানা বাসুকে বলেন, মা ইলিশ সংরক্ষণে জেলদের আগামী ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত নদ-নদীতে সব ধরনের মাছ ধরা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মা ইলিশ সংরক্ষণকারীরা সবাইকে সরকারের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। সতর্ক করার পরও কেউ আইন অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মঞ্চ্য অফিস জানিয়েছে, ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণে সরকার ঘোষিত ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে নদ-নদীতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

রিয়াদ বিমানবন্দরে হামলায় দুই

করাছি। আগেও যখন হুথিরা আত্মঘ্ন করলি, সেখানে কিন্তু বাংলাদেশের একজন নিহত হয়েছি। এখন দুইজন নিহত হলেন। তিনি বলেন, এ ঘটনায় আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। অস্ত্রাহাওয়ালারা কাছে দোয়া করছি, আল্লাহতায়ালা তাদেরকে নেন কেহেগুন নবিস করেন এবং আশা করাছি যেন আর মেথো খাপস খবর আমরা গুণতে পারি না। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে বিগত দিনে ১৪ জন বাংলাদেশিকে হারিয়েছি এইমধ্যে। আমরা আশা করব যে, এই বিপর্যয় বন্ধ হবে, এই আক্রমণ বন্ধ হবে। এই ধরনের মুভ্য আসলে মেনে নিলে অত্যন্ত কষ্টকর। এই সময়ে, প্রধামন্ত্রী সবময় একটি কথা বলেছেন, আমাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে যে আমাদের বিশাল যে জনগোষ্ঠী বাংলাদেশি ভাই-বোরা যারা বিদেশে চাকরি করেন, যারা আমাদের রেমিট্যান্সমোকা, তাদের নিরাপত্তা, তাদের দেখভাল করাটা আমাদের প্রথম আশংকার। আমরা সেটাই করার চেষ্টা করছি এবং আমাদের মিশন ওখানে আরও যারা বাংলাদেশিরা আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে, হতাহলের অস্ত্রনাশা করার চেষ্টা করছে এবং যারা বাংলাদেশি ভাইরাহারা আমেন তারা যতদূর সম্ভব নাই নিরাপদে থাকতে পারেন, সে নির্দেশনা আমাদের মিশনকে দেওয়া হয়েছে। হামলার পর বিমান রিয়াদগামী ফ্লাইট আপাতত স্থগিত রয়েছে। আমরা পর বিমান রিয়াদগামী ফ্লাইট আপাতত স্থগিত রেখেছি। আমাদের কোনো ফ্লাইট থাকবে এই সময়ে ছই খালেদে গ্রানপোর্টেট ছিল কি না বা আমাদের কোনো ফ্লাইট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা-জানতে চাইনি তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে এরকম কোনো তথ্য নেই। হামলার খবরটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্লাইট বন্ধ করা

হয়েছে। আমরা আশা করব যে এরকম কোনো ঘটনা আর ঘটবে না। যারা মারা গেছেন তাদের মরদেহ এবং যারা আহত আছেন আইসিইউতে আছেন তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে সরকারের কোনো নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা আছে কিনা-জানতে চাইলে শামা ওবায়েদ বলেন, মাত্র দুর্ঘটনাটা ঘটেছে। আমরা অবশ্যই সৌদি সরকারের সঙ্গে এবং আমাদের যারা বাংলাদেশি ভাইরাহে ওখানে বিভিন্ন কোম্পানিতে তারা চাকরি করেন, সেই কোম্পানির মালিকদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সব ক্ষরমানিটিজ কমপ্লিট করে তাদের মরদেহ যাতে তাদের পরিবারের কাছে শিগগিরই সম্ভব দেশে ফেরত আনা যায়, সে ব্যবস্থাটা আমরা অবশ্যই করব।

ভারতের জেন-জি আন্দোলনে

আহায্যক ও বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম। ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ, নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে আন্দোলনরত তরুণদের পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ওপর দমন-পীড়ন বন্ধ এবং আটক নেতাদের অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানিয়েছেন নাহিদ ইসলাম। শনিবার রাতে ‘ভারতের জেনজি এবং গণতান্ত্রিক শক্তির’ উদ্দেশে দেওয়া এক বিবৃতিতে এ সব কথা জানান তিনি। বিবৃতিতে নাহিদ ইসলাম বলেন, ইন্টারনেট বন্ধ করে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারী ও তাদের আটক করা মৌলিক অধিকারের ওপর সরাসরি আঘাত। সই নির্বাচনী ব্যবস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিক অধিকারের দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্র-নাগরিকদের ওপর এমন দমন-পীড়ন চলতে পারে না। ভারতের আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে নাহিদ বলেন, ‘এই লড়াই আপনাদের আর নয়। ঢাকা থেকেও আমরা আপনাদের পাশে আছি।’ ক্ষমতার জবাবদিহি, গণতান্ত্রিক প্রতিনিধি ও মানবিক মর্যাদার অভিন্ন দাবিতে দুই দেশের মানুষ একত্বক্ বলেও উল্লেখ করেন তিনি। বিবৃতিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গ টেনে নাহিদ ইসলাম বলেন, কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া ছাত্র আন্দোলন পরবর্তী সময়ে ১৫ বছরের যৈচারাটা শাসনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। সে সময় আন্দোলনকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালানো হয়। জাতিসংঘেরে হিসাব অনুযায়ী, সেই সময়ে প্রায় ১ হাজার ৪০০ মানুষ প্রাণ হারান। নাহিদ ইসলাম বলেন, বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থানের সময় ভারতেরে শিক্ষার্থী, শেখক ও স্বাধীন কণ্ঠস্বরগুলো যে সংহতি জানিয়েছিল, তা তারা গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করুন। ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে উল্লেখ করে তিনি বলেন, শহীদগণের নারী সমাজ, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের সঙ্গাম তৈরির অনুপ্রাণিত করে। বাংলাদেশের জুলাই আন্দোলনের মতো ভারতেও নারীরা আন্দোলনের সামনের সারিতে রয়েছেন। বিবৃতিতে নাহিদ ইসলাম বলেন, হিন্দুত্ববাদী আত্মসন, ফ্যাসিবাদ কিংবা কোনো ধরনের ধর্মীয় অধিপনতাবাদ দীর্ঘশ্রু এশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারে না। কর্তৃত্ববাদ, সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতাকে এ অঞ্চলের মানুষ প্রত্যাখ্যান করে। ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে এমন একটি সমাজ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেন তিনি, যেখানে ধর্ম, জাত, লিঙ্গ বা শ্রেণির কারণে কোনো বৈষম্য থাকবে না। ভারতে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, পার্জিল ইমাম ও উমর খালিদকে বছরের পর বছর বিনা বিচারে আটকে রাখা হয়েছে। তরুণ নেতৃত্বসহ আরও কয়েক হাজার মানুষকে আটক করা হয়েছে বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করেন তিনি। এসব তরুণ আন্দোলনকারী ও রাজনৈতিক বন্দীকে সহযোগী হিসেবে অভিহিত করে তাদের সাহসের প্রতি শ্রদ্ধা জানান নাহিদ ইসলাম। একই সঙ্গে আটক নেতাদের অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানান তিনি। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে নাহিদ ইসলাম বলেন, সীমান্ত হত্যা বন্ধ, অভিন্ন নদীর পারির ন্যায্য বন্টন, পরিবেশ রক্ষা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা তাদের অঙ্গীকার। এ অঞ্চলে রাষ্ট্রগোষ্ঠির মধ্যে সমর্থ্যানা, সরকারের জবাবদিহি এবং সব দেশের সার্বভৌমত্বের সুরক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি। ভারতের গণতান্ত্রিক জনগণের উদ্দেশে নাহিদ ইসলাম বলেন, বাংলাদেশের জুলাই প্রজন্ম তাদের পাশে রয়েছে। আন্দোলনকারীদের সাহস ধরে রাখা, পরস্পরকে রক্ষা করা এবং সাম্প্রায়িক ঘৃণা প্রত্যাখ্যানের আহ্বান জানিয়ে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যৎকে বিভাজন ও ফ্যাসিবাদ থেকে রক্ষার কথা বলেন। বিবৃতির শেষে ‘ইনকিলাব হিন্দাবাদ’ স্লোগান দেন নাহিদ ইসলাম।

তুরস্ক বাংলাদেশের পরীক্ষিত

বন্ধু। রোববার সকালে তুরস্ক সফর শেষে দেশে ফিরে রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। নিজের সফর প্রসঙ্গে শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমরা ইটরান্যশান্যারে যে কনফারেন্সে যোগদান করেছিলাম, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক মহলে তুলে ধরা। এখানে তুরস্কের পার্লমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা ছিলেন। তুরস্ক-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ গ্লোবাল ফোরামমানসহ অন্যদের সঙ্গেও। সরকারি দপ্তরের অনেক কর্মকর্তাও ছিলেন।’ জামায়েত আমির জানান, তুরস্ক সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছে, সেখানে তারা বলেছেন, বিভিন্ন ষাধ নিয়ে উভয়ের কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এডুকেশন এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম, ফিরে ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, তাদের বিনিয়োগ, ডিফেন্স ইত্যাদি সম্প্রদায়ের কবাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ রয়েছে বলে তিনি জানান। এর বাইরে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে মক্কা প্যাডের ব্যাপারে ‘অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে বলেও জানান তিনি। রিয়াদে কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলার নিশা জানান বিরোধীদলীয় নেতা। তিনি বলেন, এ হামলার জন্য সৌদি আরব হুত্বদের দায়ী করেছে। সৌদি আরবে যে কেউ হামলা করুক, এটা কোনো গু্ত কাজ নয়। যুদ্ধ কোনো সমাধান নয়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা যা-ই থাকুক, সেটা সমাধান হওয়া উচিত। শফিকুর রহমান বলেন, ‘গোটা বিশ্ব এখন অস্থির ও অশান্তিতে পড়ে গেছে। জায়াযার জায়াযার মানুষের জীবন উচ্ছ হয়ে উঠেছে। রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই না যে এটা আর হোক।’ তিনি দাবি জানান, সবাই যেন শান্তির পথে ফিরে আসে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যেন এখানে ‘গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক’ ভূমিকা পালন করে।

বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের

বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ আর এটি নিশ্চিত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমন্বিত কূটনৈতিক প্রচেষ্টা আরও জোরদার করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। রোববার (১১ অক্টোবর) ঢাকার হোটেল রেডিসন ব্লু ওয়ার্ডে গার্ডেনে অন্তরা হলে ‘ফাউন্ডেশন ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ’ (এএসডিএস)-এর উদ্যোগে ‘রোহিঙ্গা ক্রাইসিস : ওয়ে ফরওয়ার্ড - টু গ্যারান্‌ট সাসটেইনেবল রিপার্মিডিয়েশন অ্যান্ড আ ডিডেরেবল রিজিওনাল সলিউশন’ শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। এফএপিডিএস-এর চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল ফজলে এলাহী আকবর (অব.)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা দেন প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিষয়ক সচিব (মন্ত্রী পরমর্ষদা) মো. ইসমাইল জবিরউল্লাহ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের টেকসই প্রতাবাসনের জন্য কেবল বাংলাদেশের একক প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয় বরং চীন, অসিমান, জাতিসংঘ, জাপানসহ সংশ্লিষ্ট সব স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি কৌশলগত আঞ্চলিক জোট ও সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা প্রয়োজন। মন্ত্রী বলেন, অতি সম্প্রতি জাপান সরকারের মিয়ানমারের বিষয়ক জাতীয় পুর্মির্জন সক্রান্ত বিশেষ দূত ও নিগ্নন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সাসাকাতো বাংলাদেশে সফর করেছেন। সফরকালে প্রধানমন্ত্রী ও তিনি নিজে তার সঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং জাপান সরকার এ বিষয়ে সর্বাধিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। এছাড়া, এ মাসের শেষের দিকে প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরের কথা রয়েছে, যেখানে প্রতাবাসনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার বিষয়ে আরও আলোচনা হবে। পাইন রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি ভূ-রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িত বলেও মন্ত্রী বলেন, সেখানে আইনি সরকারের পাশাপাশি বড় অংশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে আরাকান আর্মি। ফলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগসহ নানামূর্খী কূটনৈতিক মাধ্যম ব্যবহার করে সমাধানের পথ খোঁজা হচ্ছে। তবে শান্তিপূর্ণ প্রতাবাসনই মূল লক্ষ্য এবং চূড়ান্ত বিকল্প হিসেবে সব পথ উন্মুক্ত রেখেই বাংলাদেশে কূটনৈতিক সংলাপ অব্যাহত রাখবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জনপ্রশাসন উপদেষ্টা হুসেইন, রোহিঙ্গা সংকট কেবল একটি মানবিক সমস্যা বা দ্বিপক্ষীয় বিষয় নয়, এটি জাতীয় ষাধ, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। দীর্ঘত দশকগুলোতে এই সংকটের রেষুন্নী জটিলতা ও মিয়ানমারের পরিস্থিতি রাজনৈতিক ও সামরিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে আমাদের এখন সংকট ব্যবস্থাপনা থেকে কৌশলগত কূটনীতি, অস্থায়ী প্রাণ

সহায়তা থেকে টেকসই প্রতাবাসন এবং বহির্ভ উদ্যোগের পরিবর্তে একটি সমন্বিত জাতীয় কৌশলের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এছাড়া, রোহিঙ্গাদের মানবিক অধিকার ও সুরক্ষার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ নিজ ভূমিতে প্রতাবর্তন নিশ্চিত করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

জনগণের প্রতিটি পয়সা দেশের

এ বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের সতর্ক ও দায়িত্বশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। রোববার (১১ অক্টোবর) বাংলাদেশ সচিবালয়ের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত এক সভায় প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। সভায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মন্ত্রণালয়ের চলমান কার্যক্রম, গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। প্রধানমন্ত্রীর উপপ্রেস সচিব হাসান শিপলু এ তথ্য জানান। সভায় প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘আপনারা অনেকগুলো প্রকল্প গ্রহণ করেছেন, অনেকগুলো টার্গেট ঠিক করেছেন। সেই টার্গেটগুলো আপনার জন্য অবশ্যই সরকার থেকে বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হবে। কিন্তু এটা জনগণের অর্থ। আমি আশা করব, মন্ত্রণালয়ের অর্থের প্রতিটি পয়সা যাতে সঠিকভাবে দেশের ষার্থে এবং মানুষের কল্যাণে ব্যয় হয়, সে বিষয়ে আপনারা সবাই মনোযোগ দেবেন’ প্রধানমন্ত্রী সরকারি দায়িত্বে আসার মনোমুহুরে জন্য কাজ করার বিশেষ সুযোগ হিসেবে দেখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘দেশের সামগ্রিক জনসংখ্যার তুলনায় সরকারি দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির সুবিধাপ্রাপ্ত অবস্থানে রয়েছে। এই সুযোগকে মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানো উচিত।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমরা যারা এখানে আছি, বাংলাদেশের সামগ্রিক জনসংখ্যার তুলনায় সরকারি সবাই সুবিধাপ্রাপ্ত। অত্যাধ ত্যাগাল আমাদেশ দেশের জন্য, মানুষের জন্য কাজ করার একটা সুযোগ দিয়েছেন।’ যার যতটুকু কাজ করার সুযোগ আছে, আমরা যেন সেই কাজটি আন্তরিকভাবে করতে পারি। আমাদের সবার সেই চেষ্টা থাকতে হবে,’ যোগ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, দায়িত্ব পালনের সুযোগ সব সময় থাকে না। তাই যে যখন যে দায়িত্বে রয়েছেন, তাকে সেই সুযোগ দেশের ও মানুষের কল্যাণে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। সভা শেষে প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘আসুন, আমরা সবাই চেষ্টা করি, যার হাতে যত দিন সুনাম আছে, সেই সুযোগটা যেন মানুষ ও দেশের জন্য ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি।’ উপ-প্রেস সচিব জানিয়ে, ‘আমরা সরকারি কর্মকর্তাদের আরও সক্রিয়ভাবে মতামত দেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলেও মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে আবারও আলোচনা করার কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। পরবর্তী বৈঠকগুলোতে কর্মকর্তারা আরও খোলামেলাভাবে নিজদের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও মতামত তুলে ধরবেন। সভায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রহিদ, প্রতিমন্ত্রী সুব্রতান সালাউদ্দিন টুকু, সচিব দেওয়োয়ার হোসেনসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উজিরপুরে চলন্ত বাসের চাকা ফেটে

আহতদের উদ্ধার করে উজিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং বরিশাল শের-ই

দুর্ঘটনায় চরমোনাই পীরের বোন

অফিসার সহকারী পুলিশ সুপার ওয়ালিদ হাসান মিঠু এ তথ্য দিচ্ছে করেছেন। তিনি জানান, গত ১৫ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১১টার দিকে বরিশাল-ঢাকা মহাসড়ক পারাপারের সময় বাবুগঞ্জ উপজেলার রাফুদিয়া দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষিকা রেহেনা বেগম বরিশালগামী আহান্নাফ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন। আহত শিক্ষিকাকে দ্রুত বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় নিহতের ছোট ভাই মো. মামুদুর রশীদ খান ১৭ সেপ্টেম্বর বরিশালের বাবুগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেন। পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের জন্য এসআরবি-৮ অধিনায়ক বরাবর আবেদন জানান। এর পরিশ্রেক্ষিতে এসআরবি-৮-এর সদর ও সিপিএসসি কোম্পানি যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ঝালকাঠি সদর থানা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে। পরে তাকে ঝালকাঠি সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

মসজিদ থেকে ডেকে নিয়ে

বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ফয়সাল হাওলাদার ও জামায়াত নেতা মিজানের মধ্যে প্রথমে কথাকাটাকাি শুরু হয়। পরে রফিক মাওলানার মধ্যস্থতায় উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়। একপর্যায়ে বিষয়টি সমাধান হয়েছে বলে জানা যায়। তবে অভিযোগ রয়েছে, ফজর নামাজের পর মসজিদ থেকে ফয়সাল হাওলাদার ও তার ছোট ভাই ফজলে লালুজ হাওলাদারের একটি নির্জন হাায়ে ডেকে নিয়ে যান মিজানসহ সাত-আটজন। সেখানে তাদের ওপর অবৈধভাবে হামলা চালানো হয়। আহত ফজলে লালুজ হাওলাদার মনপুরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তার বড় ভাই ফয়সাল হাওলাদার একটি কমিউনিটি ক্লিনিকে কমিউনিটি হেল্প কয়োর প্রোগ্রাইভার (সিএইচসিপি) হিসেবে কর্মরত। আহত শিক্ষক ফজলে লালুজ হাওলাদারের অভিযোগ, সুমন, মিজান, রিয়াদ, ফয়সাল, শোকান, অহিদ ও ইউসুফসহ আরও কয়েকজন দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালান। এতে তারা গুরুতর আহত হন। অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত ইউনিয়ন জামায়াতের নেতা মিজান বলেন, ফয়সাল হাওলাদার আগের রাতে জামায়াতকে নিয়ে আগুণ্তির মতব্য করেছিলেন। সকালে তার ভাতিজার মাধ্যমে ফয়সালকে ডেকে নেওয়া হয়। পরে একপর্যায়ে মারামারির ঘটনা ঘটে। মনপুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাজহারুল ইসলাম ঘটনা ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে প্রাথমিক তদন্ত করেছে। অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেমেনীগঞ্জে সুপারি পাড়ার

জানান, গাছ থেকে পড়ে এক যুবক নিহত হওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ খোঁজখবর নিয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদে বসেন না সরকারি

বাসিন্দাদেরও নানা প্রয়োজনে উপজেলা সদরে যেতে হচ্ছে। এতে বাডতি সময় ও অর্থ ব্যয় হচ্ছে তাদের। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ইউনিয়ন পরিষদের নীতিমালা অনুযায়ী এলজিইডির সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের টিউবওয়েল মেকানিক, স্বাস্থ্য পরিদর্শক, পরিবার পরিকল্পনা সহকারী, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা, ভেটেরিনারি ফিল্ড অফিসার, সমাজসেবা কার্যালয়ের রাকমীরা এবং আনসার-ভিডিপির দলনেতাদের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত কক্ষে বসে স্থানীয় বাসিন্দাদের সেবা দেওয়ার কথা। সম্প্রতি উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়ন পরিষদে সরেগ্রামনে গিয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বরাদ্দ করা কয়েকটি কক্ষ তালাবদ্ধ থোা যায়। সেবা নিতে আসা একার্ষিক ব্যক্তিরা সঙ্গে কক্ষ বলেও কর্মকর্তাদের নিয়মিত উপস্থিতির বিষয়ে সন্তোষজনক তথ্য পাওয়া যায়নি। নাজিরপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মোসাম্মে মৌসুমী আক্তার রুমা বলেন, সরকারি কর্মকর্তাদের বসার জন্য ইউনিয়ন পরিষদে কক্ষ বরাদ্দ রয়েছে, বিষয়টি তিনি জ্ঞাতছেন না। এ বিষয়ে তাকে আগে কেউ কিছু জানাননি। তবে কর্মকর্তারা নিয়মিত পরিষদে বসেন শুধুনা বাসিন্দারা সহজেই প্রয়োজনীয় সেবা পেতেন। মৌসুমী আক্তার আরও বলেন, দূরবর্তী এলাকার মানুষকে সেবা নিতে উপজেলা সদরে যেতে হলে সময় ও অর্থ–দুটাই বেশি ব্যয় হয়। ইউনিয়ন পরিষদে কর্মকর্তাদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা গেলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমবে। উপজেলার অন্যান্য ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিরাও একই ধরনের সমস্যার কথা জানিয়েছেন। তাদের মতে, ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা গেলে স্থানীয় বাসিন্দাদের দুর্ভোগ কমার পাশাপাশি সরকারি সেবা গ্রহণও সহজ হবে। এ বিষয়ে বাউফল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সালেহ আহমেদ বলেন, পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় ইউনিয়ন পরিষদে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা নিয়মিত যেতে পারছেন না। স্থানীয় বাসিন্দাদের দায়ি, ইউনিয়ন পরিষদে সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এতে উপজেলা সদরে নাতায়ারে বাডতি সময় ও খরচ বাঁচবে এবং ইউনিয়ন পর্যায়েই প্রয়োজনীয় সরকারি সেবা পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

মুলাদী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তিন দরপত্রে অনিয়ম

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয় ২০২৬-২৭ অর্থবছরে নন-ইউসিএল ওয়ুব, রাসায়নিক পরীক্ষার উপকরণ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম কেনার জন্য দরপত্র আহ্বান করে। এতে মোট নয়টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। এর মধ্যে ছয়টিকে অযোগ্য এবং তিনটিকে যোগ্য ঘোষণা করা হয়। পরে যোগ্য তিন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ‘নেস্টউ জেন ইন্টারন্যাশনাল’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেওয়া হয়। দরপত্র মূল্যায়নে অসন্তুষ্ট হয়ে ‘দি প্রোট ইন্টারন্যাশনাল’-এর স্বত্বাধিকারী মো. সাইফুল ইসলাম রিভিউ প্যানেলে আপিল করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, কার্যাদেশ পাওয়া প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স, অ্যাকর ও ভাট-সরকাতে কাগজপত্র এবং অনলাইন অডিট রিপোর্ট যথাযথভাবে যাচাই করা হয়নি। তদানিতে ত্রয়কারী পক্ষ দাবি করে, মূল্যায়ন কমিটি যাচাই-বাছাই করেই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে যোগ্য ঘোষণা করেছে। তবে কার্যাদেশ পাওয়া প্রতিষ্ঠানের দাখিল করা নথিপ্রত অনলাইনে যাচাই করা হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা স্বীকার করেন। পরে রিভিউ প্যানেলে কার্যাদেশ পাওয়া প্রতিষ্ঠানকে কর রিটার্ন, ভাট পরিশোধের সনদ ও অনলাইন অডিট রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। রিভিউ প্যানেলের অসম্মানে নেস্টউ জেন ইন্টারন্যাশনালের নথিপ্রত অসংযত পিওয়া যায়। নথি অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানটির ট্রেড লাইসেন্স ২০২৬ সালের ২ জুলাই, টিআইএন সনদ ২৪ মার্চ এবং বিআইএন সনদ ১৭ মে ইস্যু করা হয়। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটির দাখিল করা অনলাইন অডিট রিপোর্টের ডিভিসি (উইসি) নম্বর যাচাই করে ওই নম্বরের বিপরীতে ‘কেডিএফ করপোরেশন’ নামের অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের অডিট রিপোর্ট পাওয়া যায়। নেস্টউ জেন ইন্টারন্যাশনালের নামে বৈধ অডিট রিপোর্ট পাওয়া যায়নি বলে রিভিউ প্যানেলের নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। রিভিউ প্যানেলের পর্যালোচনা বলা হয়, কার্যাদেশ পাওয়া প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র যথাযথভাবে যাচাই না করেই দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছিল। অভিযোগকারী তাঁর অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন বলেও সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয়। এর পরশ্রেক্ষিতে রিভিউ প্যানেল আপিল মঞ্জুর করে সংশ্লিষ্ট তিনটি দরপত্রের কার্যাদেশের নোটিশ ও সম্পাদিত চুক্তি বাতিলের নির্দেশ দেয়। একই সঙ্গে দরপত্রদাতাদের দাখিল করা প্রস্তাবগুলো বিধি অনুযায়ী পুনর্মূল্যায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে মুলাদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তিন খাতের সরকারি ত্রয়ত্রক্রিয়া নতুন করে মূল্যায়নের মুখে পড়ছে। এ বিষয়ে মুলাদী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সৈয়দ ফজলে রাব্বী বলেন, ‘দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই নিয়ম মেনে কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে অনলাইন অডিট রিপোর্টে অসংগতির বিষয়টি জানা ছিল না। রিভিউ প্যানেলের রায়ের অনুসিঁলি পাওয়ার পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা ও সরকারি নিয়ম মেনে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। শিগগিরই দরপত্রগুলো পুনর্মূল্যায়নের কাজ শুরু হবে।’ বরিশালের সিভিল সার্জন মো. সাইয়েদুর রহমান বলেন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিরুদ্ধে বিপিপিএর আশেপের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

পিরোজপুরে কিশোর গ্যাং দমনে

ও শান্তিপূর্ণ পিরোজপুর গড়ে তুলতে সংশ্লিষ্ট সব দপ্তর ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। দায়িত্ব পালনে কোনো ধরনের অবহেলা কাম্য নয়। জনস্বার্থে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। জেলার সার্বিক উন্নয়ন, জননিরাপত্তা ও জনসেবার মান বাড়াতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিকতা,

নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান তিনি। ডেপু পরিস্থিতি ও চিকিৎসাসেবা প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ডেপু প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, মশার প্রজননস্থলি ধ্বংস এবং নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনার ওপর গুরুত্ব করতে হবে। একই সঙ্গে জেলার হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসাসেবার মান উন্নয়ন, রোগীদের যথাযথ সেবা নিশ্চিত করা এবং হাসপাতালের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। এ ছাড়া জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল রাখতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও তৎপর ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী। মাদকসুত্রবোর বিস্তার ও মাদকব্যবসা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি কিশোর গ্যাংয়ের অপতৎপরতা রোধে কঠোর নজরদারি ও আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশনাও দেন তিনি। এ সময় সভায় পিরোজপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মাসুদ সাদ্দী, জেলা প্রশাসক মো. গোলাম রকানী, জেলা পুলিশ সুপার মুহাম্মদ ডােলপুর রহমান, সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ মতিউর রহমানসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সন্ধ্যা নদীতে মা ইলিশ নিধনের

কারণে অভিযান পরিচালনা বাঁধাঘড় হচ্ছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে অসাপু চক্রটি দিন দিন আরও বেশারোয়া হয়ে উঠছে। এমনকি রাতের অন্ধকারে তদারকি কর্মকর্তা ও পথবাহী নৌবাহিনীর ওপর হামলা চালানো এবং অকথা ভায়ায় গািলিপালাজ করার মতো ঘটনা ঘটেছে, যা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনমনকেই নির্দেশ করে। ১১ অক্টোবর দিনব্যাপী উপজেলার নদীর কয়েকটি পর্যেন্টে অনুদানান করে জানা গেছে যে, স্থানীয় কিস্তি সুবিচােত্রাী ও ভালেবালীা স্তিত্তির প্রত্যাক ও পরোক্ষ আশ্রয়ে এই অধৈষ কাক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আইনের সঠিক প্রয়োগ না থাকা এবং রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় অপরাধীর বিস্তার পেয়া যাওয়ায় প্রজনন মৌসুমেও থেমে নেই ইলিশ নিধন। িগত ১০ অক্টোবর রাতে নদী তীরবর্তী এলাকায় অবৈধভাবে শিকার করা ইলিশ ভাগাভাগির একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছাড়া গুলে স্থানীয় সচেতন মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। স্থানীয়দের দাবি প্রজনন মৌসুমে একটি মা ইলিশ রকা করতে পারা মানে তর্ভায্যে লাখ লাখ টাকা ও পূর্ণাঙ্গ ইলিশের প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা। কিন্তু এভাবে অ্যাধে ভিওরোকা মাছ নিধন চলতে থাকলে স্থান্যামী বরগুণেতো বাজারে ইলিশের তীব্র সংকট দেখা দেবে এবং সাধারণ মানুষের ত্রয়ক্ষতার বহিরে চলে যাবে এই জাতীয় মাছ।দন্ধ্যা নদী থেকে তিরতরে ইলিশ হারিয়ে যাওয়া রোধে স্থানীয় সচেতন মহল চার দফা দাবি জানিয়েছেন। রাতের আধারে টহর জোরদার করতে মৎস্য বিভাগকে আনুিনিক দ্রুতগতির স্পিডবোট সরবরাহ ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তাকর্মী প্রদান করা, কেবল মৎস্য দপ্তরের ওপর নিয়ন্ত্রণ না করে পুলিশ, কেস্টগার্ড ও স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে পরিচালিত যৌথ অভিযান চালানো,রাজনৈতিক পরিসর বিবেচনা না করে মা ইলিশ শিকারি ও তাদের পেছনে থাকা মদদদাতাদের আইনের আওতায় আনা,স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে নদীভিত্তিক পাহারা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করা দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় সচেতন মহল। অবিলম্বে প্রজনন সুরক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ না নিলে বানারীপাড়ার ঐতিহ্যবাহী সন্ধ্যা নদী তার মূল প্রাণস্পন্দন হারিয়ে ফেলেবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন স্থানীয়রা বাসিন্দারা।

সৌদি হামলা চালালে পরিস্থিতি

এই পাক্তাহমকির সংবাদ শুকনের সাথে পরিবেশন করা হয়েছে। হুথি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তাদের সব সামরিক পদক্ষেপ মূলত ‘প্রতিক্রিয়া ও সমতার নীতি’ বা পারস্পরিক প্রত্যাহাতের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হচ্ছে। হুথি পরচালিত আর্মিারিা টিভিতে প্রচারিত এক বিবৃতিতে সংস্থাটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উল্লেখ করে, সৌদি শত্রু যদি ইয়েমেনে তাদের আত্মার ও অসিহুতে হুমায়ুপ বধ না করে, তবে আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও চমম ও ভয়ানক আকার ধারণ করবে। এর আগে চলতি সপ্তাহে সৌদি আর্মের রাজধানী রিয়াদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভ্রাববহ হামলা চালায় হুতি বিদ্রোহীরা। মূলত ইয়েমেনের গুরুত্বপূর্ণ বাব আর-মাসেন্দেব প্রণালি হুতিদের দখল থেকে পুনরুদ্ধার করতে দেশটির জাতীয়ত্ব-স্বীকৃ্তর ও সৌদি-সমর্থিত সরকার একটি বড় ধরনের সামরিক পাক্তা অন্তিমণ শুরু করে। সেই প্রেক্ষাপটেই বিমানবন্দরে হামলা চািরিয়েছিল হুতি। সেই কৌশলগত লড়াইয়ের ফলাফল এখনো অনিশ্চিত থাকলেও বিমানবন্দরে আক্রমণের জবাবেই তাদের এরই নতুন িশ্যায়ির সামনে এলো। মূলত ইয়েমেন থেকে সৌদি আরবের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাব পরোপরি নিশ্চর করার লক্ষ্যেই এই বর্ধা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে হুতিরা। জাপ্তার সেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের অশে হিসেবেই তারা সাম্প্রতিক সময়ে রিয়াদসহ সৌদির বিভিন্ন কৌশলগত স্থাপনায় নিয়মিত ক্ষেপণাস্ত্র ও দ্রোহ হামলা জোরদার করেছে।

ফিলিস্তিনের পক্ষে ৬০

সংহতি জানিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ, পদযাত্রা ও সাংস্কৃতিক আয়োজন করছেন মানুষ। ৬০টি দেশে ৩৫৫টি কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছে ২০০টির বেশি সংগঠন। গত শনিবার (১০ অক্টোবর) ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি জানিয়ে বিশ্বব্যাপী এসব কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ফিলিস্তিনের জন্য বৈশ্বিক জোটের উদ্যোগ এবং বর্গবৈষম্য বিরোধী আন্দোলন ও সামনের সহযোগিতায় কর্মসূচিগুলো পালিত হবে। ফিলিস্তিনের পক্ষে মার্কের এ সংহতি এখন বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে বলে দাবি আয়োজকদের। ইউরোপের ২৪টি দেশে সবচেয়ে বেশি ১৭৬টি কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এর মধ্যে ইতালিতে ৬৪টি ও স্পেনে ৩৮টি কর্মসূচি ছিল। এছাড়া, রোমের কলোনিয়াম, বার্লিন ব্র্যান্ডেনবার্গ গেট এবং ব্রাসেলসে ইয়ুরায়েলি দূতাবাসের সামনে বড় সমাবেশের আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে, ওশেনিয়ার ৪৫টি, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের আটটি দেশে ৩৬টি এবং আফ্রিকার ১০টি দেশে ৩২টি কর্মসূচি পালিত হয়েছে। দিউজিন্যাত্তে পার্লামেন্ট থেকে সিভিক স্কয়ার পর্যন্ত পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। এশিয়া ও উত্তর আমেরিকাত্তেও ফিলিস্তিনের পক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে ইয়ুরায়েলি কনসুলেটের সামনে বিক্ষোভ করেন অনেকে। থাইল্যান্ডের ব্যাংককে ইয়ুরায়েলি দূতাবাসের সামনে সমাবেশের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি, মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে ‘ম্যারকলিপি দেওয়া হয়। বিক্ষোভের বাইরেও ফিলিস্তিনিদের দূর্দশা তুলে ধরতে নানা আয়োজন করা হয়। ইতালির অলেসান্ডিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে গাজার নিহত শিশুদের স্মরণে দীর্ঘ কাফনের কাপড় নিয়ে শোকযাত্রার আয়োজন করা হয়। তানজানিয়ার দারুস সালামে মঞ্চস্থ হয় ‘মশাহিদি ওয়া গাজা’ নাটক। এছাড়া, গ্রিসের এথেন্সে দুই দিনব্যাপী ফিলিস্তিন সংহতি উৎসব এবং ইরানের তেহরানে শিশুদের যুঁড়ি ওড়ানোর কর্মসূচি পালিত হয়। এসব কর্মসূচি থেকে ইরানের ওপর সামরিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ, অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ এবং হুকাপরাধের জন্য দারীদের বিচারের দাবি জানিয়েছেন আয়োজকেরা। শুধু ডেগে প্রকাশ করাই হবে না, ফিলিস্তিনিদের অধিকার রক্ষায় সরকারগুলোকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে বলে দাবি তাদের। পাশাপাশি ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও মুক্তি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আদেলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তারা।

মা ইলিশ শিকারের দায়ে

হোসেন (৩৮)। অন্য দুজন হলেন চরফাশনের লালপাড়া গ্রামের রাজ্জাক কাজী (৫০) ও জসিম হাওলাদার (৪৫)। আটকের পর তাদের দশমিনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদ হাসান মৃধার আম্যামা আদালতে হাজির করা হয়। আদালত মৎস্য সংরক্ষণ আইনে প্রত্যেককে এক মাসের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেন। পরে তাদের কারারাগের পাতানোে নির্দেশ দেওয়া হয়। অভিযানে জন্দ কারেন্ট জাল হাজিরহাট এলাকায় তেঁতুলিয়া নদীর তীরে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। উপজেলা উপসহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মো. আমিরুল ইসলাম, নৌপুলিকা ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. ফেরাদাউস এবং গুল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ফিল্ড অফিসার রহমাতুল্লাহসহ সংশ্লিষ্ট সদস্যরা যৌথ অভিযানে অংশ নেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদ হাসান মৃধা বলেন, মা ইলিশ সংরক্ষণে নিষেধাজ্ঞার সময় তেঁতুলিয়া নদীতে মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। শনিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে পাশের দুই উপজেলার আট জেকের আটক করা হয়। তাদের আম্যামা আদালতের মাধ্যমে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আগৈলঝাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর এক্স রে

দেড় বছর চেষ্টার পর হাসপাতালের ইলেকট্রনিসিট লাইন ৩৩ কেবি থেকে ৭৫ কেবি করেছি, নতুন এক্স রে মেশিন চালু করেছি। চালু করার দেড় মাসের মাথায় এই চোর চক্রটি মিলিত হয়ে এক্সরে মেশিনের সবচেয়ে দামী তার খুঁজে বের করে নিয়ে গিয়েছে এটা প্রথমবার নয় এর আগেও এই কাজ করেছে এই চোর চক্র এসির তার চুরি করে নিয়ে গেছে, ওয়াডেও দেওয়ারলৈ লাইট ও চুরি করে নিয়ে গিয়েছেন বলে জানিয়েছেন কর্মকর এবং উক্ত চুরির বিষয় নিয়ে আগৈলঝাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তদন্ততে পুলিশ।

মঠবাড়িয়ায় ট্রলি ব্যাগ থেকে

তত্ত্বাবধানে মঠবাড়িয়া থানা-পুলিশের একটি দল মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার (১০ অক্টোবর) দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার দাউদখালী ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের চালিতাবুনিয়া গ্রামের একটি বসতঘরে অভিযান চালানো হয়। এ সময় ঘরের একটি ট্রলি ব্যাগের ভেতর থেকে তিনটি প্যাকেটে রাখা ৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। অভিযানের সময় সুভ সাচকীকে গ্রেফতার করা হলেও অলিউর রহমান পালিয়ে যান। এ ঘটনায় মঠবাড়িয়া থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে করা হয়েছে। পলাতক ব্যক্তিকে ধ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে চক্রেপূর্ণের মঠবাড়িয়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ চক্রবর্তী বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সুভ সাচকী নামে এক যুবককে চার কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় তাকে রিমাতে নেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন করা হবে।

দায়িত্বশীলদের সক্রিয়ভাবে ইসলামী

বলেন, ইসলামী আন্দোলনের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে গতিশীল ও শক্তিশালী করতে ইউনিট দায়িত্বশীলদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। দায়িত্বশীলদের ভিত্তিতে অভিযানের জ্ঞান, যোগ্যতা ও নৈতিকতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সংগঠনের প্রতিটি পর্যায়ে সক্রিয় ও দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নিজদের জীবন গঠন এবং মানুষের কাছে ইসলামের সুমহান কাব্য তুলে ধরার জন্য নিয়মিত অধ্যয়ন, প্রশিক্ষণ ও সাংগঠনিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সং, যোগ্য ও নৈতিকতাসম্পন্ন নেতৃত্ব গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে দায়িত্বশীলদের ব্যক্তিগত আমল, চারিত্রিক মার্ধুর্য, পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং মানুষের কল্যাণে কাজ করার মানসিকতা বৃদ্ধি করতে হবে। সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে দায়িত্বশীলদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, শৃঙ্খলা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার ওপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরও বলেন, ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে দায়িত্বশীলদের পরিকল্পিতভাবে কাজ করতে হবে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার পাশাপাশি তাদের সমস্যা, প্রত্যশা ও প্রয়োজনে উপলব্ধি করে কল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে আসতে হবে। নিয়মিত সাংগঠনিক বৈঠক, কর্মীদের মানোন্নয়ন এবং নতুন নেতৃত্ব তৈরির মাধ্যমে সংগঠনের কার্যক্রম আরও বেগবান করতে হবে। কোতায়ার উত্তর থানা জামায়াতের সেক্রেটারি হাফেজ জায়েব হাসানীর সম্ভালনায় শিক্ষাবৈঠকে দারুলুল কুরআন পেশ করান বরিশাল মহানগর জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা মুহাম্মদ আতিকুল্লাহ। তিনি পবিত্র কুরআনের আলোকে দায়িত্বশীলদের ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক জীবনে নৈতিকতা, তাকওয়া, আমানতদারি এবং দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। শিক্ষাবৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন কোতায়ালী উত্তর থানা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক হাজীদার কবির, ২১ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মোকছেদুর রহমান, ১৬ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি আব্দুস সাত্তার খান, ১৭ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি অধ্যক্ষ মিজানুর রহমানসহ থানা ও বিভিন্ন ইউনিটের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ।

বরিশালে জননিরাপত্তা ও নাগরিক সমস্যা

পত্রের বাজারদর নিয়ন্ত্রণে কার্যকর তদারকি, সড়ক দুর্ঘটনা ও যানজট নিরসন এবং তরুণদের কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ সম্প্রসারনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ম্যারকলিপিতে জনস্বার্থবংশ্লিষ্ট সমস্যা দ্রুত সমাধানে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের মধ্যে নিয়মিত সংলাপ এবং জনগণের সমস্বয় প্রতিষ্ঠারও দাবি জানানো হয়। এ সময় এবি পাটির নেতৃবৃন্দ বলেন, জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জনদুর্ভোগে নিরসনে প্রশাসনের কার্যকর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের প্রত্যশা পূরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সমন্বিত উদ্যোগ, জবাবদিহি ও দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন। বরিশাল জেলা ও মহানগরের সার্বিক উন্নয়ন এবং জনস্বার্থ রক্ষায় এবি পাটি দায়িত্বশীল ও গঠনমূলক ভূমিকা অব্যাহত রাখবে। ম্যারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন এবি পাটি বরিশাল জেলা ও মহানগরের সদস্য সচিব জি এম রাব্বী, যুগ্ম আহার্য সাক্ষিব হোসেন, যুগ্ম সদস্য সচিব রাকিব সিকদার ও শাকিল হাওলাদার, সদস্য মো. জসিম উদ্দিন ও বাহারুল গাজী, নারী নেত্রী নাজমুল নাহার বেবী এবং বাংলাদেশ ছাত্রপক্ষের বরিশাল জেলা ও মহানগরের নেতৃবৃন্দ।

কাউখালীতে ডেঙ্গুর

ও প্রাইভেট ক্লিনিকে ডেঙ্গুর চিকিৎসা নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। যে কারনে ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ার সঠিক হিসাব না মিললেও প্রত্যেক এলাকায় মহত্বায় ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগী আছে জানা গেছে। রোববার সকালে কাউখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে দেখা যায়, ডেঙ্গু আক্রান্ত ১৬ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন। একই কক্ষে সাধারণ রোগী ও ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের পাশাপাশি রেষে চিকিৎসা দেওয়ার চিত্রও দেখা গেছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মতে, ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের মশারির ভেতরে রাখার নিয়ম থাকলেও অনেক রোগী মশারি ব্যবহার করছেন না। এতে ডেঙ্গুর সর্জিবাবাহী মশার মাধ্যমে হাসপাতালের অন্য

রোগীদের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়তে পারে। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সুব্রত কর্মকার বলেন, বৃষ্টিপাত কম আসায় ধীরে ধীরে ডেঙ্গুর প্রকোপ কম আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ডেঙ্গু প্রতিরোধে শুধু হাসপাতাল পরিষ্কার রাখলেই হবে না; উপজেলা, হাট-বাজার, ঘাট, অফিস চত্বর ও আবাসিক এলাকার আশপাশও নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। সরেজমিনে উপজেলা পরিষদ চত্বর, দক্ষিণ বাজার ও উত্তর বাজার ঘুরে দেখা যায়, বিভিন্ন স্থানে ময়লার স্তুপ পড়ে আছে। অনেক ড্রেনে জমে রয়েছে ময়লা-আবর্জনা ও নোংরা পানি। কোথাও কোথাও ড্রেনে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা পানিতে মশার বংশবিস্তার হচ্ছে। জনবহুল এসব স্থানে নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনার কথা থাকলেও বাস্তবে তার ঘাটতি রয়েছে বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন। ডা. সুব্রত কর্মকার আরও বলেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট সব দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। সম্মিলিত উদ্যোগ ছাড়া ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। এদিকে, খ্রিন কোর্স বাংলাদেশের কাউখালী উপজেলা কমিটির উপদেষ্টা আ্যডভোকেট জহুরুল ইসলাম বলেন, সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী জনবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হলে ডেঙ্গুর প্রকোপ অনেকটাই কমানো সম্ভব। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কাগজে-কলমে ও ব্যানারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথা থাকলেও বাস্তবে বিভিন্ন স্থান ময়লা-অবশ্রাব্য হয়ে পড়ে আছে, এমনকি উপজেলা পরিষদে সিঁড়ির নিচেও ময়লার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বাজারের ড্রেন ও নর্দমা নিয়মিত পরিষ্কার না করার সেখানে প্রাণ জমে থাকছে। এসব জমে থাকা পানিতে এডিস মশার প্রজন ঘটেলে ডেঙ্গুর প্রকোপ আরও বাড়তে পারে। তাই দ্রুত বাজার, ড্রেন, নর্দমা ও আশপাের এলাকা পরিষ্কার করার পাশাপাশি নিয়মিত মশক নিধন কার্যক্রম জোরদারের দাবি জানিয়েছেন তারা।

রাজাপুরে গাঁজাসহ বিক্রেতা গ্রেফতার

রাজাপুরে প্রতিনিধি

ঝালকাঠির রাজাপুরে ২০ গ্রাম গাঁজাসহ অসীম মিত্র (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। (রোববার (১১ অক্টোবর) উপজেলাতে ২ নম্বর শুভাগড় ইউনিয়নের নারিকেলবাড়িয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। শ্রেষ্ঠাধিকৃত অসীম মিত্র ওই এলাকার মৃত বজেন্দ্র নাথ মিত্রের ছেলে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুভাগড় ইউনিয়নের নারিকেলবাড়িয়া এলাকায় অভিযান চালায় রাজাপুর থানা পুলিশ। এ সময় অসীম মিত্রের বাড়ির সামনের কাঁচা রাস্তা থেকে তাকে আটক করা হয়। পরে তাঁর দেহ তল্লাশি করে ২০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় রাজাপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। রাজাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে আসামিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মাচা ভেঙে লাকড়ির নিচে চাপা পড়ে গৃহবধূর মৃত্যু

কীর্ত্তমোলা রিপোর্ট

পটুয়াখালীর বাউফলে ঘরের মাচা ভেঙে লাকড়ির নিচে চাপা পড়ে চান্দা বেগম (৪০) নামের এক গৃহবধূর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। রোববার সকালে খালা-শাওড়ির ঘরে ব্রাহ্মা নামের স্ত্রীর সময় আকস্মিক এই দুর্ঘটনা ঘটে। মর্মান্তিক এই ঘটনায় এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পটুয়াখালীর দাসপাড়া ইউনিয়নের খাজুরবাড়িয়া গ্রামে নিজ ঘরের পাশে খালা-শাওড়ির ঘরে যান চান্দা বেগম। সেখানে ঘরের মাথখানে থাকা একটি চৌকিতে বসে তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ওই সময় ঘরের মালিক বাড়ির আঙিনায় সৈনদনি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ করেই ঘরের মাচায় মজুত করে রাখা প্রায় ৫০ মণ লাকড়িসহ পুরো মাচাটি ভেঙে চৌকিতে গুয়ে থাকা চান্দা বেগমের ওপর পড়ে। বিকট শব্দ শুনে স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং লাকড়ি সরিয়ে তাকে উদ্ধার করেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে চিকিৎসার চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত গৃহবধূ ওই এলাকার মীর হোসেন সরদারের স্ত্রী এবং তিনি দুই সন্তানের জননী ছিলেন। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সিরাজুল ইসলাম জানান, এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় কোনো আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH

Office of the Executive Engineer, RHD

Road Division, Barishal.

TEL: 02-478831254

e-mail: eebar@rhd.gov.bd

Memo No. 35.01.0651.403.07.019.26-2919

Dated:- 11.10.2026

Invitation for e-Tender (OTM)

